দৈনিক ইনকিলাব

053

তারিখ 25 FEB 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

বোর্ডের বই সরবরাহে অনিয়ম

বই নিয়ে বিভ্রাট বুঝি আর গেলো না। নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে গেছে। ক্লাসও শুরু হয়েছে যথারীতি। অথচ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এখনো সব বই পৌঁছেনি। এদিকে বই সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবককুল দিশেহারা। এটা পাওয়া গেলে ওটা পাওয়া যায় না, এভাবে সব বইয়ের সন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষাবর্ষের ছ'মাস পেরিয়ে গেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সব বই পৌঁছার আগেই শুরু হয়ে যায় পরীক্ষা। প্রস্তুতি ছাড়াই পরীক্ষা দিতে গিয়ে সকলের আশ্রয় নিতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদের। এছাড়া উপায় কি? কিন্তু কেন বারে বারে এ বিভ্রাট? এভাবে সুস্থ মনে লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। শিক্ষকরা কি পড়াবেন আর ছাত্র-ছাত্রীরাই বা কি শিখবে? এতে প্রকারন্তরে ছাত্রদের এ পথে যেতে সংশ্লিষ্ট বড় কর্তারাই বাধ্য করছেন। পাঠক্রমের জটিলতা তো আছেই, আরো আছে শিক্ষা কোর্স বছরে বছরে পরিবর্তনের ব্যাধি। ভর্তি নিয়ে সমস্যা তো লেগেই আছে। যত ছাত্র-ছাত্রী তত আসন নেই শিক্ষাঙ্গনে। কোন রকমে ভর্তি হলেও বইয়ের সংকটে লেখাপড়া ব্যাহত হয়। আরো নানান দুর্ঘটনায় ঠিকমত ক্লাস হয় না। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় পাসের চেয়ে ফেলের হার অধিক। দরিদ্র অভিভাবক হলে ছেলেমেয়ের লেখাপড়া অতঃপর বন্ধ। তার সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত এবং নিশ্চিতভাবেই বেকারত্বের অভিশাপ। গোটা শিক্ষাবর্ষে যে অনিয়ম বিশৃংখলা দেখা যায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাতে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ আসে না। অকালে নষ্ট হয়ে যায় আমাদের প্রতিশ্রুতিশীল ছেলেমেয়েরা। ফুল ফোটার পূর্বেই শুকিয়ে যায়। যে শিক্ষায় মেধা, রুচি ভেদে শ্রেণী বিভাগ নেই, সে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে লাভ কী? শুধু শুধু বেকার আর কেরানী সৃষ্টির উপযোগিতাও বা কি? বিএ, এমএ পাস করেও শুদ্ধ করে একটি ইংরেজী বা বাংলা বাক্য লিখতে অনেকে অসমর্থ, ভীষণ লজ্জার ব্যাপার।

শিক্ষাবর্ষের অর্ধেকটা চলে গেলেও পাঠ্যবই পাওয়া যায় না। কিন্তু নিষিদ্ধ নোট বই দেদার বিক্রি হয়। বিনামূল্যের বইও বাজারে বিক্রি হয়। এই বই বিতরণ না হলেও পোকায় কাটে। আবার কখনো কখনো মুদি দোকানে পণ্য বিক্রিতে ব্যবহার করা হয়। শুধু বই পায় না শিক্ষার্থীরা। কেউ পেলেও কেউ পায় না। অসম বন্টন ও অনিয়মের ফলেই এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে এখুনি আমাদের ভেবে দেখা উচিত। সংশ্লিষ্ট মহল এ ব্যাপারে অতি সত্বর দৃষ্টি দেবেন বলে আশা করি।

—মোজহারুল হক (বাবুল)